

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
PUBLIC HEALTH BRANCH
SWASTHYA BHAVAN, GN- 29, SECTOR V
SALT LAKE, KOLKATA- 700091


Memo No.HPH/10C-1-07/Part I/128

Date: 7th June 2012

CIRCULAR

The undersigned here by directs all Health Administrators to implement the guideline attached with this circular for proper implementation.

IEC activities in this regard should be taken up immediately.


DDHS (PH & CD)
Director of Health Services
Govt. of West Bengal

নির্দেশিকা

বিষয় : তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত অসুবিধার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। বিশেষতঃ, যাদের মাঠে-ময়দানে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করতে হয়, উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশে কাজ করতে হয় বা উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ/ব্যতীত বিকিরণকারী শিল্পকেন্দ্রে কাজ করতে হয়, তাদের কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরের উপর নানারকম ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন - হিট স্ট্রোক, হিট হাইপারপাইরেক্সিয়া এবং হিট ক্র্যাম্প ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত অসুবিধাগুলি প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ক) জনসচেতনতা বৃদ্ধি :

- ১। সরাসরি তাপের প্রভাব এড়ানোর জন্য ছাতা ব্যবহার করা উচিত।
- ২। প্রচণ্ড তাপমাত্রা এড়ানোর জন্য সকাল বেলা কাজ শুরু করে দুপুরের আগেই কাজ শেষ করা উচিত।
- ৩। ছাতার অভাবে মাথা ও কাঁধ ভিজে গামছা/তোয়ালে/কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যায়।
- ৪। মাথা ও দেহ না ঢেকে ঘন্টার পর ঘন্টা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।
- ৫। শীতল জল সঙ্গে রাখতে হবে এবং মধ্যে মধ্যে জল পান করতে হবে।
- ৬। সময়ে সময়ে শরীরের ঘাম মুছে ফেলা দরকার।
- ৭। প্রচণ্ড রোদে ঘোরাফেরার সময় মাঝে মাঝে ছায়াতে বা বাড়ির মধ্যে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।
- ৮। প্রচণ্ড গরমের সময় হালকা, টিলে এবং হালকা রঙের জামাকাপড় পরা উচিত।
- ৯। নির্ভরযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় শীতল পানীয় জল সরবরাহ করা উচিত।
- ১০। কাজের প্রকৃতি অনুসারে রোদ-চশমা, হেলমেট, দস্তানা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ১১। জেলা-প্রশাসন, জনস্বাস্থ্যকারিগরি বিভাগ, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসক/ মহকুমাস্বাসক/ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চল চিহ্নিত করে উপরোক্ত বিষয়গুলি জানানোর জন্য সভার আয়োজন করে যেতে পারে।

খ) ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র / প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তর এবং হাসপাতালগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ও.আর.এস., নরমাল স্যালাইন, রিংগার্স সলিউশন, অ্যান্টিপাইরেটিক ও অ্যান্টিহিস্টামিনিক ওষুধ, বরফের ব্যাগ, ইনফিউশন সেট এবং প্রয়োজনীয় কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের ভান্ডার মজুত করা প্রয়োজন। ফ্রিজ (ডোমেস্টিক/ ডিপ) থেকে বরফের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. হিট স্ট্রোক, হিট হাইপারপাইরেক্সিয়া এবং হিট ক্র্যাম্প ইত্যাদিতে আক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া বা হাসপাতালে আসা মাত্র তাকে অবশ্যই ভর্তি নিতে হবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে। রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক হলে তবেই তাকে ছাড়া যাবে।
৩. এই ধরনের ঘটনায় কারও মৃত্যু সংবাদ পেলে অবিলম্বে তার বিশদ বর্ণনা (কারণসহ) জেলা স্বাস্থ্যকর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে, যা তিনি রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরে ঐ দিনই জমা করবেন।
৪. হিট স্ট্রোক সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন (আক্রান্ত / মৃত্যু) অবশ্যই জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পাঠিয়ে যেতে হবে।

গ) উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রীয় স্তরে প্রস্তুতি ও কার্যসমূহ :

১. আঞ্চলিক পর্যায়ে সব কর্মচারী এবং সুপারভাইসাররা জনগনকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন করবেন। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য অসুস্থদের ও.আর.এস., প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার পর তাদের বিভিন্ন গ্রামীণ হাসপাতাল ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

২. উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অতিরিক্ত ও.আর.এস.-এর প্যাকেট মজুত রাখতে হবে। ব্লক/ জেলা স্বাস্থ্যকর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা এই প্যাকেটের ভান্ডার সর্বদা পূর্ণ রাখবেন।

৩. ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য আধিকারিককে অবশ্যই সাপ্তাহিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। জেলা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-প্রশাসন ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকগণকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা জেলাস্তর থেকে আঞ্চলিকস্তর পর্যন্ত সব সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং কর্মচারীদের এই ব্যাপারে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করবেন।

৫/৬/১২
অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা

(জনস্বাস্থ্য ও সঞ্চারী ব্যাধি বিভাগ), প. ব.

স ২ যো জ নী

তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত অসুস্থতা : হিট ক্র্যাম্প, হিট এক্সজেশন, হিট স্ট্রোক।

হিট ক্র্যাম্প = অতিরিক্ত ঘামের ফলে শরীরের জলের অভাব ঘটে এবং মাংসপেশীতে টান বা খিচুনি দেখা যায় যা হাত, পা বা পেটের ক্ষতি করে। প্রতিরোধক হিসাবে ইলেকট্রোলাইট দ্রবন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল খাওয়া যেতে পারে।

হিট এক্সজেশন = শরীরের আভ্যন্তরীণ শীতলীকরণ প্রক্রিয়া অতিরিক্ত তাপদাহের দ্বারা প্রভাবিত হয় ও শরীরে জলের অভাব ঘটে। লক্ষণ - মাথা যন্ত্রণা, অতিরিক্ত ঘাম, প্রচণ্ড পিপাসা, দুর্বলতা, আচ্ছন্নতা, অবসাদ, নাড়ির দ্রুত গতি, ক্ষুধামান্দ, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, মানসিক উদ্বেগ, রক্তচাপ হ্রাস ইত্যাদি।

শরীরের তরলহীনতা দূরীকরণের জন্য আক্রান্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল/ ইলেকট্রোলাইট পান করান এবং ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে যান।

হিট স্ট্রোক = মাত্রাতিরিক্ত তাপদাহের প্রভাবে দেহের জলীয় পদার্থ ও খনিজের অভাব ঘটে। দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে প্ৰাণান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ব্যক্তির ঘামের অভাব, উত্তপ্ত লাল ত্বক, দ্রুত নাড়ির গতি, বমি, রক্তচাপ বৃদ্ধি, আচ্ছন্নতা, জ্ঞান হারানো এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

প্রতিরোধক হিসাবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শীতল জলে স্নান করানো, পাখার বাতাস করা, ঠান্ডা জিনিসের প্রলেপ দেওয়া এবং তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।